

বিপ্লব-শাহাদাতের উত্তর-প্রত্যুত্তরে

বিপ্লব আর শাহাদাতের দুজনের উত্তর-প্রত্যুত্তরই পড়লাম। তাদের গদায়ুদ্ধে সামান্য শরিক হই। আমার মনে হয় বিপ্লব সামান্য ভুল করছেন। উনি ভাবছেন হুমায়ুন আজাদ বোধ হয় রবীন্দ্র মানস গঠনে উপনিষদের প্রভাব বোঝেননি। এটি কিন্তু ঠিক নয়। হুমায়ুন আজাদ কিন্তু নারী বইয়ের বহু জায়গাতেই রবীন্দ্র মানস গঠনে হিন্দুত্ববাদের প্রভাবের কথা বলেছেন। শাহাদাতও সেটি উল্লেখ করেছেন তার লেখায়। যেমন শাহাদাত হুমায়ুন আজাদের উদ্ধৃতি দিয়ে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন :

রবীন্দ্রনাথ যে-বিশ্বাস পোষণ করেছেন, তা ভেতর থেকে উঠে আসে নি তাঁর; উঠে এসেছে পরিবার থেকে, এবং তাকে তিনি উপনিষদের বহু সুন্দর মিথ্যেয় সাজিয়েছেন জীবন ভরে।

ডঃ আজাদ তো রবীন্দ্র মানস গঠনে হিন্দুত্ব /উপনিষদের প্রভাব স্বীকার করেই নিয়েছেন। বিপ্লবের চোখ থেকে কি শাহাদাতের লেখা বাক্যটি তবে এড়িয়ে গিয়েছে? হতেই পারে। বেশী তাড়াহুড়া করে উত্তর দেওয়ার কিছুটা বিষময় ফল তো আছেই! যে ব্যাপারটি বিপ্লবের দিন কয়েক হল নজরে পড়েছে (বিশেষতঃ রমাবাই আর প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ফাইলগুলো মুক্ত-মনায় আপলোড করার পর), সেটি সারা জীবন রবীন্দ্র চর্চা করে ডঃ আজাদের নজরে পড়বে না, এটি ঘটনার সম্ভাবনা নিতান্তই কম। এমনকি আমরা দেখলাম বাল্য বয়সে হিন্দু মেলা রবীন্দ্রনাথের জীবনে কেমন ভাবে প্রভাবিত করেছিল সেটির পুংখানুপুংখ বর্ণনা তো সাদ কামালীই দিয়েছেন ‘যবনের জীবন যাপন’ প্রবন্ধে। জ্যোতিরিন্দ্র লালের সরোজিনী নাটকের জন্য সে সময়ই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুন দ্বিগুন’ গানটি। সেখানে খুব স্পষ্টভাবেই ‘যবন’ কথাটির উল্লেখ ছিল (অর্ণব বাবু যতই এটিকে মহিমাম্বিত করার চেষ্টা করুন না কেন, যবন শব্দটি ‘ব্ল্যাক নিগার’ শব্দের মতই আপত্তিকর; এটি সত্যই একটি মুসলিম-নিন্দাসূচক গান)।

তবে বিপ্লব বাবুর সাম্প্রতিক আবিষ্কারের প্রতি যথাযথ সম্মান জানিয়েই বলছি, রবীন্দ্র-মানসে উপনিষদের প্রভাবই কিন্তু শেষ কথা নয়। রবিঠাকুরের উপর পাশ্চাত্যের ভিকটোরীয় প্রভাবকে অস্বীকার করাটা বরং বোকামীই হবে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে রুশো, রাসকিন আর টেনিসনের প্রভাবের কথা অনস্বীকার্য। রুশো, রাসকিনেরা তো আর উপনিষদ পড়েননি। তারা ছিলেন খাঁটি ভিকটোরিয়, রোম্যান্টিক। বিপ্লব একটু খোঁজ করলেই দেখতে পেতেন এদের লেখার সাথে রবিঠাকুরের অনেক জায়গাতেই মিল পাওয়া যায়। এই মিল কেবল ঘটনা চক্রের মিল নয়, এ মিল দৃষ্টিভঙ্গিগত; প্রথাগত। যেমন, রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গাতেই নারীকে ‘গৃহলক্ষ্মী’ হিসেবে বন্দনা করেছেন। এ স্টাইলটি কিন্তু পাশ্চাত্যের ভিকটোরীয় লেখকদের মধ্যেও একটা সময় ছিল। যেমন, কভেটি প্যাটমোরের ‘দি অ্যাঞ্জেল ইন দ্য হাউস’। অ্যাঞ্জেল ইন দ্য হাউস এর বাংলা ‘গৃহলক্ষ্মী’ ছাড়া আর কি? রাসকিন কিন্তু নারীকে ‘রাণী’ বলে ডাকতেন আর প্রায়ই বক্তৃতায় বলতেন, ‘নারী দেবীও বটে, নারীও বটে।’ এই বক্তব্যও কি রবিঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিধ্বনি নয়?

রুশো যেভাবে প্রকৃতির দোহাই পাড়তেন, রবীন্দ্রনাথও পেড়েছেন। যেমন রুশো বলতেন :

‘প্রকৃতির বিধান হচ্ছে নারী অনুগত থাকবে পুরুষের, আর জীবন ধারণ করবে স্বামীর নিরঙ্কুশ আইনের অধীনে।’

এবার উপরের উক্তিটির সাথে রবীন্দ্রনাথের সুরগীয় উক্তিটি মিলিয়ে নেওয়া যাক, যেটি ইতিমধ্যেই মুক্ত-মনায় ব্যবহৃত হয়েছে একাধিকবার :

প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন- পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে- অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না।

বিপ্লব বাবু কি এখানে উপনিষদের সাথে মিল পাচ্ছেন বেশী নাকি ভিকটোরীয় মন-মানসিকতার?

আরো একটা উদাহরণ দেই। রুশো দ্র ওকিনে বলছেন :

নারী সাধারণতঃ কোন শিল্পকলা পছন্দ করে না, সেগুলোর কিছু জানে না, এবং তাদের কোন প্রতিভা নেই।'

রবীন্দ্রনাথও তারই প্রতিধ্বনি করেছেন, "রমা বাঈ-এর বক্তৃতা উপলক্ষে" :

মেয়েরা এতদিন যা শিক্ষা পেয়েছে তাই যথেষ্ট ছিল।...স্ত্রী জাতির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবির আবির্ভাব এখনো হয়নি। মনে করে দেখো, বহুদিন থেকে যত বেশি মেয়ে সংগীতবিদ্যা শিখেছে এত পুরুষ শেখেনি। ইউরোপে অনেক মেয়েই সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত পিয়ানো ঠং ঠং এবং ডেরেমিফা চাঁচিয়ে মরছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ক'টা Mozart এবং Beethoven জন্মাল?

রুশো নারী-পুরুষের পৃথক শিক্ষা চাইতেন। বলতেন :

নারীর সমস্ত শিক্ষা হবে পুরুষের আপেক্ষিক। তাদের খুশি করা, তাদের কাছে উপকারী হওয়া, তাদের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত হওয়া, শিশুকালে তাদের লালন করা, বয়স্ককালে তাদের যত্ন করা, তাদের যত্ন করা, তাদের পরামর্শ ও সাহায্য দেওয়া, তাদের জীবনকে মধুর ও সুন্দর করা হচ্ছে নারীর সব সময়ের দায়িত্ব ...।'

অবাক ব্যাপার, রবিঠাকুরও কিন্তু একই কথার প্রতিধ্বনি করেন স্ত্রী-শিক্ষায়, দাবী করেন মেয়েদের পৃথক শিক্ষার, যা 'মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবে' :

'মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপর মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা, তার একটা বিশেষত্ব আছে।'

এ ধরনের অনেক উদাহরণই হাজির করা যায়। যা হোক, আমার এই লেখার মূল কথা হল, রবীন্দ্র সাহিত্যে ভিকটোরীয় প্রভাব যথেষ্টই ছিল। নারী বইটিতে ডঃ আজাদ সেটি খুব ভালভাবেই দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মানস-বিশ্বাস শুধুই বেদ-উপনিষদ নয়, কিংবা নয় কেবলই ভিকটোরীয় প্রভাব; বরং দুটির মিশ্রণ। সে জন্যই তিনি বলেন :

রবীন্দ্রনাথ রুশো-রাসকিনের মিশ্রণ, আবার তাতে লাগিয়েছেন ভারতীয় ভেজাল।' (নারী, পৃঃ ৯১)

অথবা -

'...রোমান্টিক ছিলেন (রবীন্দ্রনাথ), এবং ছিলেন ভিকটোরীয়। নারী প্রেম, কবিতা, সমাজ, সংসার, রাজনীতি, জীবন, এবং আর সমস্ত কিছু সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলেন তিনি পশ্চিমের রোমান্টিকদের ও ভিকটোরীয়দের কাছ থেকে; এবং তার সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় ভাববাদ বা ভেজাল' (পৃঃ ১১৬)

এই ভেজালটি যে হিন্দুত্ববাদী /আধ্যাত্মবাদী প্রভাব তাতে আমার কোনই সন্দেহ নেই। আমার মনে হয়
বিপ্লবও এতে সম্মত হবেন।

অভিজিৎ রায়
অক্টোবর ৭, ২০০৫